এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল গত সোমবার প্রকাশ হয়েছে। এতে গড় পাসের হার ৮৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৮৮ দশমিক ১০। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৮২ দশমিক ২২ শতাংশ।

advertisement

দেশে করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো এসএসসি পরীক্ষা ছিল এটি। এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষাধিক। পাসের হার কিছুটা কমেছে। তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়েছে।

advertisement 4

দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এ পরীক্ষায় ২ লাখ ৩৩ হাজার ৭৬৩ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। তা গতবারের চেয়ে ৭০ হাজার বেশি।

সেরাদের মধ্যে সেরা এই শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করাই এখন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

বলার অপেক্ষা রাখে না- করোনা যেসব খাতকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেগুলোর মধ্যে শিক্ষা শীর্ষে। এখন পরীক্ষার চেয়েও সরকারের নজর দিতে হবে কীভাবে এই ক্ষতি পুষিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা যায়। নিয়ম রক্ষার পরীক্ষা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখবে না। তাই পরীক্ষার চেয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে উচ্চশিক্ষার ভিতও সুদৃঢ় হবে। ভবিষ্যতে ভালো ফলের জন্য শ্রেণিকক্ষে

শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এখনো কেন বাড়তি টাকা দিয়ে কোচিং সেন্টারে যেতে হয়, গাইড বইয়ের আশ্রয় নিতে হয়? শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন চাইলে এ দুই ভূতকে তাড়াতেই হবে। তা ছাড়া করোনার যে অভিঘাত শিক্ষায় পড়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে। এ জন্য যেমন টেকসই কর্মসূচি হাতে নিতে হবে, তেমনি তার বাস্তবায়নেও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।